মার্কসবাদী দৃষ্টিতে সাহিত্যতত্ত্ব

দিলীপ বাগচী

মানুষের সাথে মানবেতর প্রাণীর মূল পার্থক্য যদি একটি মোদ্দা কথায় বলা যায় তাহলে বলতে হবে সেটা হচ্ছে এই যে, মানুষ জিনিষপত্র ব্যবহার করতে পারে আর ভাষার ব্যবহার করতে পারে কিন্তু অন্যেরা এর কোনোটাই পারে না। কোন কোন প্রাণীর বাসগৃহ রচনা বা শব্দ ব্যবহারের কথা যদি তর্কের খাতিরে আনা যায় তবে বলতে হবে যে মানুষ তার প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের স্রষ্টা, অন্য প্রাণীরা তা নয়। অন্য প্রাণীদের ক্ষেত্রে 'শব্দ' কথাটি 'ভাষা'র পরিপূরক নয় উপরন্তু সে শব্দভান্ডারও অত্যন্ত সীমাবদ্ধ।

সাহিত্য তত্ত্বের মুখবন্ধে আপাতদৃষ্টিতে অপ্রাসঙ্গিক এই আলোচনার অবতারণা এই কারণেই যে সাহিত্য যাকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছে সেই ভাষার জন্মবৃত্তান্ত সম্পর্কে একটি সম্যক ধারণা বস্তুবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করা। এই বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে পরিশ্রমই বা আরো স্পষ্টভাবে বললে 'জিনিষপত্রের ব্যবহার'ই ভাষার জনক। কথাটি শুনলে খুবই খটকা প্রাথমিক ভাবে লাগাটাই স্বাভাবিক।

কাজেই আসুন, কথাটা বিশ্লেষণ করার জন্য আমরা মানুষের বিবর্তনের দিকটি একটু দেখি। এপমানবের পূর্বপুরুষ তখনও বৃক্ষচারী। চারটি হাত পায়ে সে চলে, এবং চারটিকেই প্রায় সমান তালে কাজে লাগায়। তারপরের জন্মে সে হল বৃক্ষচ্যুত। চলার জন্য মূলতঃ দুটি পা-কেই ব্যবহার করছে বেশি। ফলে হাত দুটো পেলো প্রচুর স্বাধীনতা। এই নতুন পরিস্থিতিতে হাতের কাজ কি ? নতুন অভিনেতা যেমন নাটকের চরিত্রাভিনয়ের সময় হাত দুটিকে নিয়ে সমস্যায় আকুল হয় তেমনি ধারা ব্যাপার। কাজেই মস্তিষ্ককে ঘামিয়ে তুললো ঐ দুটি মুক্ত হাত। হাত পেয়ে গেল তার কাজ। বৃক্ষচ্যুতির ফলে যেসব সমস্যা এলো এই মানবের জীবনে তারই সমাধানকল্পে, নিরাপত্তার প্রয়োজনে, হাত যোগান দিতে লাগলো মস্তিষ্কের ভাবনা অনুযায়ী জিনিষপত্র : পরিশ্রমের নতুনতর পদ্ধতিগুলোর সাথে সাথে শ্বাস প্রশ্বাসে নিয়ন্ত্রণের নবতর কৌশলকে অবলম্বন করে জন্ম নিল নতুন নতুন আওয়াজ বা শব্দ - যেগুলো আগের মানুষের ডিক্সনারীতে ছিল না। এই শব্দগুলি কাজের অনুষঙ্গী হিসেবে থাকতে থাকতে ক্রমশঃ স্বাধীনভাবে আগের চেয়ে আরো ব্যাপক অর্থবহ হয়ে ভাষার সৃষ্টি করল। অবশ্যই একথা ঠিক নয় যে, সর্বদাই সকল শব্দ অর্থের

সৌজন্যে www.milansagar.com

গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি, কৃষ্ণনগর-এর তরফে, শংকর সান্যাল ও তাপস চক্রবর্তী সংকলিত ও সম্পাদিত "এক অসাধারণ সাধারণ মানুষ, দিলীপ বাগচী জীবন ও সৃষ্টি" নামক দিলীপ বাগচী স্মারক গ্রন্থ (২০১৩) থেকে নেওয়া।

ব্যাপকতা পেয়েছে - অনেক শব্দই সংকুচিত অর্থে আবার এমন কি উৎসের সাথে সম্পর্কহীন নতুন অর্থেও ব্যবহার হয়েছে। মোটামুটিভাবে ভাষার জনক যে মানুষের জিনিষপত্র ব্যবহারের কৌশলজাত পরিশ্রম এটাকেই আমরা মনে রাখবো।

এই শ্রমজাত ভাষাকে নিয়েই গড়ে উঠেছে সাহিত্যের ইমারৎ। মানুষের প্রয়োজনে ভাষার জন্ম, আবার মানুষের প্রয়োজনেই জন্ম নিয়েছে সাহিত্য। যাঁরা 'সাহিত্যের প্রয়োজনে, সাহিত্যের জন্ম'কথা প্রচারে আগ্রহী তাঁরা প্রকৃতপক্ষে সাহিত্যের স্রষ্টা মানুষকেই তথা শ্রমকেই অস্বীকার করার পেচকবৃত্তি অবলম্বন করেছেন বলতে হবে।

আবির্ভাবের ক্ষণটি থেকেই মানুষকে লড়াই করতে হয়েছে, হচ্ছে এবং হবে -- প্রতিকূল পরিবেশের বিরুদ্ধে। মানবসভ্যতার ক্রমবিকাশের ধারা অনুসরণ করলেই এই জীবন সংগ্রামকে লক্ষ্য করা যাবে। জ্ঞান আর বিজ্ঞান কোন কালেই বস্তুনিরপেক্ষ নয়। জীবন সংগ্রামের অভিজ্ঞতা মানুষকে দিয়েছে জ্ঞান। জ্ঞানের সার্থক ও বিশিষ্ট প্রয়োগ বিজ্ঞান, বিজ্ঞানকে হাতিয়ার করে আবার সংগ্রাম আবার নতুনতর জ্ঞান। সংগ্রামহীন অভিজ্ঞতা, অভিজ্ঞতাহীন জ্ঞান, জ্ঞানহীন প্রয়োগ এবং প্রয়োগহীন বিজ্ঞান অলীক কল্পনামাত্র।

প্রতিকূল প্রাকৃতিক ক্রিয়া চিরকাল মানুষকে কৌতুহলী করেছে ; শস্যের প্রয়োজনে যখন সে বৃষ্টি চেয়েছে তখন সে পায়নি বৃষ্টি, যখন চেয়েছে বৃষ্টির হাত থেকে অব্যাহতি তখন তাও পায়নি। সে অনুকরণ করেছে বৃষ্টিকে কিংবা অনুকরণ করেছে বন্যার অপসারণের। ব্যক্তিস্বার্থ তখনকার মানুষের অজ্ঞাত। গোষ্ঠীস্বার্থে আধুনিক বিজ্ঞানের আশীর্বাদহীন আদিম মানবগোষ্ঠী দল বেঁধে মেঘের সঞ্চার ও বৃষ্টির আবির্ভাবকে দেহের গতিছন্দে ও ভাষার অনুষঙ্গে অনুকরণ করেছে। ফলশ্রুতি বাস্তবে যাইহোক না কেন জন্ম নিয়েছে তথাকথিত অপ্রয়োজনের স্ফটিক - নৃত্য-গীত-কাব্য। সমস্যাক্লিষ্ট আদিম মানবগোষ্ঠীর বাঁচার তাগিদে জন্ম নিয়েছিল যে নৃত্য গীত কাব্য, তার ফলে আকাঙ্ক্ষিত বস্তুটি লাভ হয়েছিল কি হয়নি তার গড় কষা যুক্তিহীন দার্শনিকের কাজ, কারণ এই হাস্যকর গড় কষেই তা থেকে বের করা হয়েছে ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও মন্ত্রতন্ত্র যাদুবিদ্যা। প্রতিকূল প্রকৃতিবিধ্বস্ত, যথেষ্ট অভিজ্ঞতাহীন আদিম মানবগোষ্ঠীর প্রকৃতি নির্ভরতার সুযোগ নিয়ে, গোষ্ঠী নায়কদের সামন্ততান্ত্রিক বাসনার প্রশ্রয়ে, শ্রমবিমুখ যুক্তিহীন দার্শনিকের দল অদৃষ্টবাদকে মানুষের মনে গেঁথে দিতে সক্ষম হয়েছিল বলেই নৃত্য-গীত-কাব্য ধর্ম-মন্ত্র-যাদুর সাথে একাকার হয়ে গিয়েছিল। কালক্রমে এগুলি

সৌজন্যে www.milansagar.com

গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি, কৃষ্ণনগর-এর তরফে, শংকর সান্যাল ও তাপস চক্রবর্তী সংকলিত ও সম্পাদিত "এক অসাধারণ সাধারণ মানুষ, দিলীপ বাগচী জীবন ও সৃষ্টি" নামক দিলীপ বাগচী স্মারক গ্রন্থ (২০১৩) থেকে নেওয়া।

এদের উৎস, জীবন-সংগ্রাম থেকে পৃথক হয়ে, অনুষ্ঠানসর্বস্ব হয়ে, দেবালয়ের চার দেওয়ালের আড়ালে মুষ্টিমেয় ক্ষমতালোভীর পুঁথির বন্ধনে আটক হয়ে রইলো। ভাববাদী দার্শনিকসমূহ মন্ত্র তন্ত্র অলৌকিকতার রহস্যাবরণে যতই ধোঁকা দেবার চেষ্টা করুন না কেন আসলে এগুলি যে আদিম মানবের জীবন সংগ্রাম থেকে জন্ম নিয়েছে সাহিত্যের আদিম প্রকাশ হিসেবে একথা আজ অত্যন্ত স্পষ্ট।

না পাওয়াকে পাবার আর্তি, সংকট থেকে ত্রাণ পাবার ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষিতকে পাবার আনন্দ এবং তাকে চিরন্তন করে রাখার বাসনা থেকেই জন্ম লাভ করেছে সাহিত্য বা 'ধর্ম' ও 'যাদু'। আমরা একথা এখন বলতে পারি যে ধর্ম ও যাদুর ওপর থেকে অনাবশ্যক অলৌকিকতার নির্মোকটি খসিয়ে দিলে যা থাকে তাই সাহিত্যের আদিম ফর্মা। কাজেই সাহিত্য সর্বদাই জীবন নির্ভর এবং আরো বড় কথা এই যে -- জীবন সংগ্রাম থেকে জন্ম নিয়ে জীবন সংগ্রামকে আশ্রয় করেই বিকশিত হয়েছে ও হবে বাঁচার সংগ্রামেরই স্বার্থে।

****

সাহিত্যের উৎপত্তি সম্পর্কে প্রথম কান্ডে যে কথা বলা হয়েছে তার যথার্থ বিচারের জন্য আদিম সাহিত্য (যাদু-মন্তর, ধর্মীয় অনুষ্ঠান, ব্রতকথা, পাঁচালী ইত্যাদি) কে চুলচিরে বিশ্লেষণ করতে হবে এবং এজন্য আমাদের বাংলাদেশের হাতের কাছে 'সভ্যসমাজের' 'অন্ত্যজ' বা 'ব্রাত্য'দের কাছে যেতে হবে।

প্রকৃতির নিয়ম সম্পর্কে বাস্তব ও বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে অক্ষম আদিম মানব ভাবত, তার আশপাশের প্রকৃতিকে পরিবর্তিত করা যাবে ইচ্ছাশক্তির বলে খুশিমতো। এটাই হ'ল যাদু-মন্ত্রবিদ্যার গোড়ার ভাবনা। এই প্রবন্ধে যাদু-মন্তর মঞ্চে প্রদর্শিত আধুনিক যাদুসম্রাট বা যাদুসূর্যদের বিজ্ঞান-প্রসাদপুষ্ট ইন্দ্রজাল বুঝাচ্ছে না, বুঝাচ্ছে ওঝা গুণিন বা ওস্তাদদের ব্যবহৃত 'খারাপ করা', 'ভাল করা', 'বাণ মারা', 'পৈচো তাড়ানো', 'ঘটি বা কঞ্চি চালান', 'লাঠি বন্ধন', 'কুকুর-বিষ ঝাড়ান' ইত্যাদির যাদু-মন্তর। যাদু-মন্তর এই কারণেই 'মন্ত্র' নয় যেহেতু এর ব্যবহারকারী ওস্তাদ নিম্নশ্রেণীর লোকজন বা আদিবাসীরাই বেশির ভাগ। 'মন্ত্র' হচ্ছে 'দেবতা সিদ্ধ' আর যাদু-মন্তর হ'ল 'পিশাচ-ডাকিনী সিদ্ধ'। তাই 'মন্ত্র' কুলীন - ক্লাসিক !

এই সব যাদু-মন্তর বিপদ থেকে উদ্ধার পাবার সঠিক কৌশলের পরিপূরক মোহসৃষ্টিকারী কৌশল ছাড়া আর কিছুই নয়। আর এই কৌশল ঐ গুণিন বা বিপদগ্রস্ত ব্যক্তির কাছে তত্ত্বগতভাবে সঠিক কৌশল। এই সব যাদু-মন্তরের সাথে সাথে নানা গাছপাতার শেকড়-পাতা (ধাতুর ব্যবহার নেই

সৌজন্যে www.milansagar.com

গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি, কৃষ্ণনগর-এর তরফে, শংকর সান্যাল ও তাপস চক্রবর্তী সংকলিত ও সম্পাদিত "এক অসাধারণ সাধারণ মানুষ, দিলীপ বাগচী জীবন ও সৃষ্টি" নামক দিলীপ বাগচী স্মারক গ্রন্থ (২০১৩) থেকে নেওয়া।

বললেই চলে এবং এটা একটা লক্ষ্যণীয় বিষয়) - তথা 'দ্রব্যগুণ' অঙ্গ সঞ্চালন, কুশ বা মাটির পুতুল বা মাটিতে আঁকা মানুষের প্রতিকৃতির প্রয়োজন হয় ক্ষেত্র বিশেষে । বিপদগ্রস্ত ব্যক্তি, শত্রু বা তাদের প্রতিকৃতির ওপর চলে নিবিষ্ট একাগ্রতার সাথে আকাঙ্ক্ষিত বাস্তব অবস্থার আরোপণ । মন্তরের বক্তব্যে থাকে সেই আকাঙ্ক্ষিত বাস্তব অবস্থার বর্ণনা । এই যাদু-মন্তরগুলি প্রকৃতির ওপর বা পরিবেশের ওপর বা বর্তমান বাস্তবের ওপর আকাঙ্ক্ষিত বাস্তব অবস্থার অনুকরণ এবং প্রবল ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগে তার আরোপণ ছাড়া আর কিছুই নয় । বহু পরিশ্রমে ও কষ্টে সংগৃহীত এই ধরণের মন্তরগুলির কয়েকটি এই বক্তব্যের স্বপক্ষে উদাহরণ হিসেবে এখানে দিলাম (আকাঙ্ক্ষিত বাস্তব-এর আবাহণের অংশ বন্ধনীর ভিতর দেওয়া হ'ল) :

পেঁচোয় পাওয়া, তরাস (ত্রাস) লাগা, ডানে পাওয়া বা যে কোন 'খারাপ করা' থেকে ভাল করার মন্ত্র ।

(১)

।। জল বা তেল পড়া ।।

কালী ! কালী !
শ্মশান কালী ; মশান কালী !
কামরূপ কামিখ্যের মা কালী ! (৩বার)
... ...
আনলাম পানি (বা ক্ষেত্রবিশেষে 'ত্যাল')
জুড়লাম বাণ.
চৌষট্টি ডাকিনীর বধিলাম প্রাণ ।।
(ভূত, প্রেত, ডান, ডাকিনী,
বায়ু, বাতাস, চোখে লাগা,
ছেড়ে পালা ।।)
আমি জানি রামের বাণ,
(কেটে করব খান খান ।।)
কার দোয়ায় ?
মা কালীর দোয়ায় ।।

[বাঙ্গালী মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত দুটি শব্দ 'পানি' ও 'দোয়া'র ব্যবহার লক্ষ্যণীয়]

সৌজন্যে www.milansagar.com

গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি, কৃষ্ণনগর-এর তরফে, শংকর সান্যাল ও তাপস চক্রবর্তী সংকলিত ও সম্পাদিত "এক অসাধারণ সাধারণ মানুষ, দিলীপ বাগচী জীবন ও সৃষ্টি" নামক দিলীপ বাগচী স্মারক গ্রন্থ (২০১৩) থেকে নেওয়া।

(২)

।। দেহ বন্ধন মন্ত্র ।।

চোর-ডাকাতরা বা তাদের প্রতিরোধকারীরা এই মন্ত্র ব্যবহার করেন এই বিশ্বাসে, তাঁদের গায়ে শত্রুর আঘাত লাগবে না ।

রক্তে ডুবু ডুবু কুন্ডল কর্ণে
গলে গজমোতি মুক্তার হার,
এসো মা সরস্বতী,
দাও আমায় পুষ্পের ভার
এই পুষ্প খাটুক মাগো সদা সর্বকাল ।।

(ঘটে ঘটে মনোঘট ধীর কণ্ঠে বাজে,
আজকে সারলাম 'অমুকে'র গা,
থাকুক আটদিন জুড়ে ।।
এই ব্যক্তির গায়ে যে করবি ঘা,
হক শুদ্ধ গুরুর পা ।)
হাড়ীর ঝি আগে চন্ডীর দোয়ায় ।
.... (অশ্রাব্য গালিগালাজ)

(২ -ক)

ইটে গুড় গুড় মাটি
মাখ মাখ সর্ব গা,
(লীলে শিলপাথর সহ্য কর গা ।।
আমাকে যে গিলতে পারে,
আমাকে যে করে ঘা,
আমাকে যে রক্ষা করে --)
দেবী দুর্গা বাসিনী মা ।।

সৌজন্যে www.milansagar.com

গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি, কৃষ্ণনগর-এর তরফে, শংকর সান্যাল ও তাপস চক্রবর্তী সংকলিত ও সম্পাদিত "এক অসাধারণ সাধারণ মানুষ, দিলীপ বাগচী জীবন ও সৃষ্টি" নামক দিলীপ বাগচী স্মারক গ্রন্থ (২০১৩) থেকে নেওয়া।

(৩)

।। লাঠি বন্ধন মন্ত্র ।।

লাঠিখেলা বা মারামারির সময় ব্যবহৃত হয় ।

(আড়ি বন্ধন, লাঠি বন্ধন,
নিজের দেহকে দেহ বন্ধন ।
আমার লাঠিতে যে মারবি ঘা,
পড়্ । পড়্ । পড়্ । বেটার শিগ্রী হাতের লাঠি খসে পড়্ ।
দেহে কি লাঠিতে যে মারবি ঘা,
হক শুদ্ধ গুরুর পা,)
কামরূপ কামিখ্যে যা
.... (২ নং-এর অনুরূপ)

(৪)

।। কুকুরের দাঁতের বিষ ছাড়ান্ মন্ত্র ।।

নমঃ সিদ্ধে
ফুট মল্লিকা কুঁই কুঁই,
(বাতাসে উড়িল বিষ চাহনিতে নাই ।।)

(৫)

।। সাপ, বাঘ, শেয়াল ইত্যাদির বিষ ঝাড়ার মন্ত্র ।।

সিদ্ধির আকট চাড়া
ব্রহ্মার পোড়া, পোড়া তোর কায়
(বাঘ, ভালুক, সাপ, ব্যাঙ,
গুইল, থুগ্‌গু, শিয়াল, কুকুর,
বেজী, বিড়াল --

সৌজন্যে www.milansagar.com

গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি, কৃষ্ণনগর-এর তরফে, শংকর সান্যাল ও তাপস চক্রবর্তী সংকলিত ও সম্পাদিত
"এক অসাধারণ সাধারণ মানুষ, দিলীপ বাগচী জীবন ও সৃষ্টি" নামক দিলীপ বাগচী স্মারক গ্রন্থ (২০১৩) থেকে নেওয়া।

আর জানি, হাড়ের বিষ কেড়ে লয় ।
'অমুক'এর অঙ্গে বিষ নাই --
নাই বিষ !
কার আজ্ঞা -- মা মনসার আজ্ঞা (৩ বার) ।।

*** *** *** ***

১ নং থেকে ৩ নং রাঢ় (বর্ধমান ও মুর্শিদাবাদ) থেকে এবং ৪ নং ও ৫ নং উত্তর-পূর্ব (পাবনা) থেকে সংগৃহীত ।

আগেই বলেছি, মন্তরের সাথে সাথে নানা অঙ্গ সঞ্চালন, আঁকিজুকি এবং 'দ্রব্যগুণ' ব্যবহৃত হয় - এছাড়াও 'উদ্ভট' জিনিষপত্র, যথা নানা জীবজন্তুর হাড়, কিম্বা বিশেষ স্থানের মাটি বা কাপড় বা কেশ, নখ ইত্যাদি ব্যবহার করা হয় । এসব মন্তর ও যাদু প্রক্রিয়া চলে এসেছে এমন একটা প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে যখন ধাতুর ব্যবহার ছিল না বা থাকলেও গোষ্ঠী বিশেষের মধ্যে সীমাবদ্ধ । তাই মন্তরের সাথে ধাতুর ব্যবহার নাই (ক্ষেত্র বিশেষে তামা বা লোহা ছাড়া) ।

এই সব মন্তরের বিষয়বস্তু অবশ্যই কাব্যিক নয়, তবে আঙ্গিকটি কাব্যিক । এগুলির ভাষার বৈশিষ্ট্য বোঝা যায় এগুলির সুরময় উচ্চারণে, ছন্দে, রূপকে (যা কিছুটা হেঁয়ালি) এবং অনুপ্রাসে - আরো বোঝা যায় এগুলির আদিমতায় এবং পুনরাবৃত্তিতে । আবর্তমান যে সত্যটিকে চাওয়া হচ্ছে, বার বার জোর দিয়ে বলে সেই সত্যটিকে বাস্তবে পরিণত করার চেষ্টা করা হচ্ছ, এবং এই বলার ভাষাটি সুর, নৃত্যছন্দ ও অঙ্কনের সাথে একাকার হ'য়ে এমন একটি পরিমন্ডলের সৃষ্টি করছে যেখানে কল্পনাতেই আকাঙ্ক্ষিত সত্য পূর্ণ হচ্ছে ।

উত্তর বাংলার আদিবাসী রাজবংশীদের মধ্যে একটি নাচের প্রচলন আছে (এখন ধীরে ধীরে অবলুপ্তির পথে) যা আমাকে খুবই আভভূত করেছিল । ফসলের প্রয়োজনে বৃষ্টির জন্য ও ফসলের শত্রুদের বিনাশের কামনায় গভীর অন্ধকার রাত্রে একটি কুমারী মেয়ে (সম্ভবতঃ রজঃস্বলা) এলো চুলে, সম্পূর্ণ নিরাভরণা ও নিরাবরণা হয়ে মাদলের তালে তালে ধীর থেকে ক্রমশঃ দ্রুততর থেকে দ্রুততম ছন্দে নাচতে নাচতে অবশেষে সম্পূর্ণ ক্লান্তিতে ও শ্রান্তিতে সেই ফসলের মাঠে জ্ঞান হারিয়ে পড়ে যাবে । অহল্যা ধরিত্রীকে কুমারী মেয়ের সাথে তুলনা ক'রে, ফসল কামনাকে কুমারীর মাতৃত্বের কামনার সাথে একাকার করে নেবার মধ্যে কোন অতীন্দ্রিয় কাব্যিকতা নেই - আছে অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সমজাতীয় দুটি ঘটনার সমন্বয় সাধন এবং একটির অনুকরণে অপর আকাঙ্ক্ষিত বাস্তবকে পাবার আকুতি । নদীয়া জেলার উত্তরাংশে হিন্দু মুসলমান

সৌজন্যে www.milansagar.com

গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি, কৃষ্ণনগর-এর তরফে, শংকর সান্যাল ও তাপস চক্রবর্তী সংকলিত ও সম্পাদিত "এক অসাধারণ সাধারণ মানুষ, দিলীপ বাগচী জীবন ও সৃষ্টি" নামক দিলীপ বাগচী স্মারক গ্রন্থ (২০১৩) থেকে নেওয়া।

সবাই অম্বুবাচীর সময় মাটিতে অস্ত্র ঠেকান না, অম্বুবাচীকে বসুমাতার ঋতু বলে গণ্য করা হয় । বলা বাহুল্য অন্ধকার রাত্রি, মাদলের শব্দ ইত্যাদি নাচের সাথে একাকার হ'য়ে একটি রহস্যময় যাদু পরিমন্ডল সৃষ্টি করে ও অভিভূত করে ।

বৃষ্টিবিহীন বৈশাখী দিনে বৃষ্টির আশায় গাছের গোড়ায় জল ঢালা ; প্রার্থিত ফলের প্রত্যাশায় দরগায় বা গাছের ডালে ইট-পাথর বা কাপড়ের টুকরো বাঁধা - ইত্যাদি বহু প্রক্রিয়ার নাম করা যেতে পারে, যা সবই আকাঙ্ক্ষিত বাস্তবের অনুকরণ । ফসল (বিশেষতঃ ধান) বোনা-রোয়া-কাটা -- প্রতিটি পর্বের সাথে জড়িত আছে এই ধরণের যাদুমূলক অনুষ্ঠান ও মন্তর, যার উদ্দেশ্য নির্বিঘ্নে বেশি পরিমাণ ফসল আকাঙ্ক্ষা ।

আয় বৃষ্টি ঝেঁপে ।।, আয় বৃষ্টি নড়ে চড়ে ।।, কিংবা, যা বৃষ্টি চলে যা ।। - ইত্যাদি ছড়া এবং গ্রামীণ ভদ্র সমাজে 'মেয়েদের পালনীয়' ব্রতকথা ও ব্রতঅনুষ্ঠান ইত্যাদি সবই আকাঙ্ক্ষিত বাস্তবের অনুকরণ এবং আরো বড়কথা এসবই যাদু মন্তরের ঠিক পরবর্তী পর্যায় আর এগুলির মধ্যে 'কাব্যগুণ' যাদু মন্তরের চেয়ে বেশি । এগুলির প্রসঙ্গে পরে আলোচনার ইচ্ছে রইল ।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই যে, এইসব যাদু মন্তরের বাস্তব ফল কি কিছুই ছিল না ? উত্তর -- ছিল । এইসব যাদু মন্তর বা অনুষ্ঠান ফসলের বা প্রার্থিত ফলের সহায়ক হবে -- এই ধরণের বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে এই সব অনুষ্ঠান পালন করার পর অনুষ্ঠান কর্তাদের মনে আসত বেশি বেশি ইচ্ছা - ফলে সাময়িক হতাশার হাত থেকে উদ্ধার পেয়ে তারা পেত যথেষ্ট কর্মক্ষমতা । নতুন উদ্যোগে আবার লেগে যেত কাজে, কাজেই পরোক্ষে ফসলের সহায়ক হ'ত এই যাদু মন্তর । যাদু মন্তর যদি কোন পরিবর্তন ঘটাতে পারে তবে তা প্রত্যক্ষভাবে মনস্তাত্ত্বিক ও পরোক্ষে বাস্তব । আরও সঠিকভাবে বলতে গেলে যাদুমন্তর প্রথমে বাস্তবের প্রতি মানুষের তত্ত্বগত ভাবনার ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ পরিবর্তন এবং ফলে বাস্তবতার ক্ষেত্রে পরোক্ষ পরিবর্তন ঘটাত । অনাকাঙ্খিত বর্তমান বাস্তবের ওপর আকাঙ্খিত বাস্তবের মোহ আরোপ করাই যাদু মন্তরের কাজ । কাব্য-সাহিত্যের কাজও তো তাই-ই ।

কবিতা যাদু মন্তর থেকেই বিবর্তিত হ'য়ে এসেছে । যাদুকর ও কবির কাজ একই । উভয়েই আকাঙ্ক্ষিত বাস্তব (অসম্ভব)-কে কল্পনা করে । ওঝা-গুণিনরা আদিম কবি । রবীন্দ্রনাথ, সুভাষ মুখুজ্যেরা আধুনিক । ওঝা-গুণিনরা 'ছোটলোক', আর আধুনিক টি হাউস কফি হাউস বিলাসী 'বেশেন পরিচীয়তে' কবিরা 'ভদ্রলোক' । ওঝা গুণিন এবং কবি উভয়েই তার

সৌজন্যে www.milansagar.com

গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি, কৃষ্ণনগর-এর তরফে, শংকর সান্যাল ও তাপস চক্রবর্তী সংকলিত ও সম্পাদিত "এক অসাধারণ সাধারণ মানুষ, দিলীপ বাগচী জীবন ও সৃষ্টি" নামক দিলীপ বাগচী স্মারক গ্রন্থ (২০১৩) থেকে নেওয়া।

সমাজস্থিত লোকজনের মনে এমন একটি বস্তুর সপক্ষে উত্তেজনা বা সংবেদন সৃষ্টি করে, যা আপাততঃ অমিল হলেও মেলা সম্ভব - এককথায় যা হচ্ছে আকাঙ্ক্ষিত বাস্তব । বেলি নৌস্কির কথায় এটাই হচ্ছে বাস্তবের ভাব রূপায়ন । গর্কী এরই উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেছেন, 'আমাদের শিল্পকর্ম অবশ্যই বাস্তবতার ওপরে উঠবে, সাথে সাথে মানুষকেও সেই ওপরে টেনে তুলবে - কিন্তু কখনই বাস্তব থেকে কেউ বিচ্ছিন্ন হবে না ।'

['বাজপাখি' পত্রিকার সৌজন্যে । পত্রিকাটির এপ্রিল, ১৯৭১ ও জুলাই, ১৯৭১ - এই দুই সংখ্যায় দুই কিস্তিতে প্রকাশিত ।]

সৌজন্যে www.milansagar.com

গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি, কৃষ্ণনগর-এর তরফে, শংকর সান্যাল ও তাপস চক্রবর্তী সংকলিত ও সম্পাদিত "এক অসাধারণ সাধারণ মানুষ, দিলীপ বাগচী জীবন ও সৃষ্টি" নামক দিলীপ বাগচী স্মারক গ্রন্থ (২০১৩) থেকে নেওয়া।